29 APR 2017

পরিকল্পনাহীন 'শিশু বাজেট' কাম্য নয়

মো. আসাদুল্লাহ

একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নে দক্ষ মানবসম্পদের বিকল্প নেই। দক্ষ মানবসম্পদ ছাড়া ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা ও বাস্তবায়ন অসম্ভব। দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশের জনসংখ্যার মধ্যে শিশুর সংখ্যাই বেশি। তাদের শিক্ষিত ও দক্ষ করে গড়ে তুলতে ও সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব রয়েছে। রাষ্ট্র বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনার মাধ্যমে সে দায়িত্ব পালন করতে সচেষ্ট হবে। সমাজ ও পরিবার প্রয়োজনীয় সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসবে। এটাই প্রার্থিত। এরই ধারাবাহিকতায় শিশুর উন্নয়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। অবৈতনিক শিক্ষা, বিনামূল্যে বই সরবরাহ, স্কুল ফিডিং, উপবৃত্তির ব্যবস্থা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জাতীয়করণ সবকিছু মিলিয়ে একটি ইতিবাচক উদ্যোগের মধ্য দিয়েই শিশুদের আগামীর স্বপ্ন বাস্তবায়ন এগিয়ে চলছে। সন্তানকে শিক্ষিত করে তুলতে পারিবারিক-সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। তবুও এটি বলা নিশ্চয়ই বাহুল্য হবে না যে, প্রাথমিক শিক্ষা খাতে বাংলাদেশের অর্জন উল্লেখযোগ্য হলেও শহর ও গ্রামের শিশুদের মধ্যকার শিক্ষার মানের বৈষম্য এবং সাধারণ-ইংরেজি মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতির উপস্থিতির কারণে শিক্ষা খাতে বৈষম্য এখনো বিদ্যমান। তাই মানসম্মত শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে রাষ্ট্রীয়-সামাজিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একে প্রধান হাতিয়ারে পরিণত করার বিকল্প নেই।

সমাজের মূল স্রোতের বাইরে যে শিশুরা রয়েছে তাদের সংখ্যাও কম নয়। এক হিসাবে দেখা যায়, ঢাকায় পথশিশুর সংখ্যাই প্রায় ১০ লাখ, যাদের ৭৫ শতাংশই বাস করে বিভিন্ন রাস্তাঘাট ও ফুটপাতে। তাই শিশুর প্রয়োজনকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনাপূর্বক সামাজিক সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের বিকাশ ও উন্নয়নে বিনিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ ও তার কার্যকর বাস্তবায়ন প্রয়োজন। সবার জন্য বৈষম্যহীন ও সমতাভিত্তিক শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে শিশুকেন্দ্রিক বাজেট প্রণয়নের মাধ্যমে শিশুদের আর্থ-সামাজিক অধিকার সমভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে যাতে সামাজিক প্রবৃদ্ধি ও মানবিক উন্নয়নের ঊর্ধ্বাভিমুখী অগ্রযাত্রা ত্বরান্বিত হয়। শিশুর দারিদ্র্য দূরীকরণের উদ্যোগ হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তা বলয় সম্প্রসারণসহ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মধ্য দিয়েই এগিয়ে যেতে হবে। সে প্রেক্ষিতে দেশে প্রথমবারের মতো শিশুদের চাহিদা পূরণ, অধিকার ও কল্যাণের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত কর্মসূচি, উন্নয়ন প্রকল্প ও কার্যক্রমসমূহ বিবেচনায় নিয়ে শিশু বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছিল। পৃথকভাবে কোনো বাজেট বরাদ্দ না দিয়ে শিশুদের কল্যাণে ব্যয় হয় এমন কার্যক্রমে বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে শিশু বাজেটে বরাদ্দ ছিল ৬০ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে শিশু বাজেটে বরাদ্দ ছিল ১০০ কোটি টাকা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এই বাজেট এখনও অব্যবহৃতই রয়ে গেছে। যথাযথ পরিকল্পনার অভাবে বাজেট বাস্তবায়ন করা যায়নি (দৈনিক ইত্তেফাক, এপ্রিল ২৩, ২০১৭)।

সরকারের 'শিশু বাজেট' ঘোষণার উদ্যোগকে সে সময় সবাই স্বাগত জানালেও অনেকে 'শিশু বাজেট' বাস্তবায়ন ও সমন্বয়হীনতার যে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন, সময়ের প্রেক্ষিতে সেই আশঙ্কাই সত্য হয়েছে। 'শিশু বাজেট' বাস্তবায়নে শিশুর চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিয়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করার উদ্যোগ এখনও নেয়া হয়নি। ফলে বহুল আলোচিত ও প্রতীক্ষিত 'শিশু বাজেট' গোড়াতেই হোঁচট খেলো। এমনিতেই শিশু বিষয়ক পরিস্থিতি সুখকর নয়, তার উপর একটু আশার আলো হয়ে নিভু নিভু জ্বলতে থাকা 'শিশু বাজেট'ও পরিকল্পনার অভাবে বাস্তবায়ন হলো না। এর আগে 'জেলা বাজেট' ঘোষণা করা হয়েছিল। সেখানেও কোনো অর্থ ব্যয় করা যায়নি। তাই পরবর্তীতে আর 'জেলা বাজেট' ঘোষণা করা হয়নি। তবে কি শিশু বাজেটের পরিণতি জেলা বাজেটের মতই হবে? আগামীতে এসব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নজর দেবেন কি?

একটি বিষয় অনুধাবন করা জরুরি, শিশু মানবসম্পদে রূপান্তরিত করা গেলে আখেরে লাভ এই সমাজেরই, এই দেশেরই। তাই শিশুদের সার্বিক উন্নয়ন ও তাদের সুরক্ষিত ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনামাফিক বিনিয়োগের উদ্যোগ ও কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

● লেখক : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক
ashadullah.bd@gmail.com